THE NEW THEATRES LIMITED

প্রতিবাদ

CHOWDHURY STUDIO.

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

প্রতিবাদ

ভূমিকায়

চন্দ্রাবতী, ভারতী, সুমিত্রা, দেবী মুখোপাধ্যায়, পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য,
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য, কালীপদ সরকার, রাজলক্ষ্মী, মোহন মজুমদার,
উপেন চট্টোপাধ্যায়, মনোজ চট্টোপাধ্যায়, নিরুপমা, আশা,
দীপালি গোস্বামী, প্রফুল্লবালা, মনোরমা,
পারুল।

পরিচালনায় : **হেমচন্দ্র চন্দ্র**

কাহিনী ও সংলাপ : বিনয় চট্টোপাধ্যায়

সুর-শিল্পী : পঙ্কজ মল্লিক
চিত্র শিল্পী : সুধীন মজুমদার
শব্দ-যন্ত্রী : শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প পরিচালক : সৌরেন সেন
সম্পাদক : সুবোধ মিত্র

রসায়নাগারিক : পঞ্চানন নন্দন
মঞ্চ নির্ম্মেতা : পুলিন ঘোষ
নৃত্য পরিকল্পক : বালকৃষ্ণ মেনন
কর্ম্ম সচিব : জগদীশ চক্রবর্ত্তী
ব্যবস্থাপক : জলু বড়াল

সহকারিগণ—পরিচালনায় : শ্রীমন্ত ঘোষ, ধীরেন সাহা, এস্, এম্, আইয়ুব। চিত্র-শিল্পে : শৈলজা চ্যাটার্জ্জি, অমূল্য বোস, সুশান্ত মিত্র, নরেন মজুমদার। শব্দ যন্ত্রে : প্রদ্যোৎ সরকার। সুর-শিল্পে : বীরেন বল। স্থির-চিত্রে : প্রীতি হালদার। শিল্প-নির্দ্দেশনায় : রামচন্দ্র শেণ্ডে, সুনীতি মিত্র। সম্পাদনায় : চারু ঘোষ। রসায়নাগারে : বলাই ভদ্র, অবনী মজুমদার। দৃশ্য-সজ্জায় : রবিন চ্যাটার্জি, হাসানা, প্রহ্লাদ পাল, নরেন। মঞ্চ নির্ম্মাণে : মোহিনী মুখার্জি। মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় : খগেন হালদার। দৃশ্য-সজ্জায় : যতীন কুণ্ডু। ব্যবস্থাপনায় : বীরেন দাস, ধীরেন দাস, । রূপ-সজ্জায় : সাম্‌সের আলি, মদন পাঠক।

পরিবেশক : **অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ. কলিকাতা**

মূল্য দুই আনা

প্রতিবাদ

লাবণ্যের মত স্ত্রী এবং মাধবীর মত মেয়ে পেয়েও জমিদার বেণীপ্রসাদের মনে সুখ ছিল না। সমাজের অন্যায় অবিচার সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল; আর এই প্রশ্নই একদিন তাঁর জীবনে সত্য হ'য়ে দেখা দিল, যেদিন বেণীপ্রসাদ তাঁর অনুগত প্রজা, মৃত হরি চণ্ডালের একমাত্র মেয়েকে বুকে করে এনে স্ত্রী লাবণ্যের হাতে তুলে দিলেন।

কিন্তু বেণীপ্রসাদ কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ নন, রক্ষণশীল, অভিজাত পরিবারে তাঁর জন্ম। এবাড়ীতে এমন হয় না—হ'তে পারে না। কিন্তু সেই চিরাচারিত সংস্কারের মূলে আঘাত ক'রলেন বেণীপ্রসাদ। ক্ষুব্ধ সমাজ প্রতিবাদ ক'রল। কঠোর সমালোচনা ক'রলেন কুল-পুরোহিত। কিন্তু বেণীপ্রসাদ ভয় পেলেন না, স্ত্রীর সম্মতি ও আন্তরিক সাহায্য নিয়ে তিনি সুরু ক'রলেন আন্দোলন,—অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে।

সুরু হ'লো বিদ্রোহীদের অভিযান, আর সেই অভিযাত্রীদের অগ্রভাগে চ'ল্‌লেন বেণীপ্রসাদ।

কিন্তু এতখানি স্পর্দ্ধা সনাতন সমাজ সহ্য ক'রবে কি ক'রে? তাই বাধল সংঘর্ষ, আর সেই সংঘর্ষের ফলে বেণীপ্রসাদ হারালেন

প্রাণ। মৃত্যুকালে স্ত্রীকে শুধু ব'লে গেলেন, "মালতী কে, তা তাকে কোন দিনই জান্‌তে দিও না। আমি জানি, পৃথিবীতে একদিন সেই সমাজের সৃষ্টি হবে, যেখানে সকল মানুষের সমান অধিকার থাকবে।" ভাবীকালের

স্বপ্ন চোখে নিয়েই দেবীপ্রসাদ চিরকালের জন্য চোখ বুজলেন।

দেবীপ্রসাদের স্বপ্ন কি সত্য হয়ে উঠবে না কোন দিন? দিনের পর দিন যায়, বছরের পর বছর। কিন্তু কই? আজও কেন সে আলো উঠে গেল না! তাহ'লে মালতীর কি হ'বে? এই চিন্তাই দেবীপ্রসাদের কথা মাধবীকে ব্যাকুল ক'রে তুললে। সে এখন বড় হ'য়েছে। ক'লকাতা থেকে কলেজে পড়ে। আর মালতী মার কাছে গ্রামেই থাকে। সে ভালবাসে তাদের পুকুরপাড়ি, তার নিজের হাতে করা বাগান, আর তাদের ছোটবেলার সাথী রঞ্জনকে। কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভালবাসে তার ব্রাহ্মণত্বের গৌরবকে!

মালতীর এই মনোভাব মাধবীকে শঙ্কিত করে তুললে। তিনি মাধবীকে ব'ললেন মালতীকে শহরে নিয়ে যেতে। সেখানে বহু ও বিচিত্র জীবনের সঙ্গে পরিচয় হ'লে হয়ত এই মিথ্যা আভিজাত্যবোধ এবং ব্রাহ্মণত্ব-গৌরব থেকে সে মুক্তি পাবে।

মালতী শহরে এল। সেখানে কিছুই তার ভাল লাগ্‌ল না এবং যে দল-আন্দোলনে মাধবী যোগ দিয়েছিল, মালতীকে তা স্পর্শমাত্র করতে পারল না। কিন্তু নরেনের সঙ্গে বিয়েতের প্রস্তাব তাকে বড় বেশী নাড়া দিয়ে গেল। যদিও নরেনকে সে প্রত্যাখান করেছে, তবুও নরেনের দুই চোখের সামনে দাঁড়িয়ে আজ তার প্রথম মনে হ'লো, যে, সে বড় হয়েছে; আর মনে হ'লো, শুধু নরেন কেন, পৃথিবীতে আর কাউকেই সে ভালবাসতে পারবে না, কারণ, সে ভালবাসে তার ছোটবেলার খেলার সাথী রঞ্জনকে।

মালতী গ্রামে ফিরে এল এবং রঞ্জনকে সব

কথা খুলে ব'লে তাকে দাবী ক'রল। কিন্তু মালতীর এই সত্য-আত্মক প্রেমের কি প্রতিদান দেবে রঞ্জন? বহুদিন থেকেই যে, সে আর মাধবী পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত।

মাধবী কিন্তু রঞ্জনকে আশ্বস্ত করে দিল। সব শুনে সে বল্‌লে "না, এমন করে মালতীকে সব হারাতে আমি দেব না। যা কিছু সে ভালবাসে—তা কিছুই সে পাবে না এ হ'তেই পারে না। মালতীকে তোমার গ্রহণ করতেই হবে।"

কিন্তু মালতীর সঙ্গে এই মিথ্যা প্রেমের অভিনয় আর কতদিন করা যায়! মালতীকে এইভাবে দূরে সরিয়ে রাখাও তার পক্ষে অসম্ভব। তাই একদিন দুর্বল মুহূর্তে রঞ্জন মালতীর কাছে সব কথা স্বীকার ক'রল। মালতী তার নিজের সত্য পরিচয়ও সব শুন্‌ল।

মালতী জান্‌ল যে, এ মা তার মা নয়, দিদি তার দিদি নয়, এ-বাড়ীর সে কেউ নয়। রঞ্জন তাকে ভালবাসে না! তাদের ঘর ভেঙ্গে গেল!

মাধবী আকুল হ'য়ে উঠল! তবে কি হবে মালতীর? তার জীবন কি ব্যর্থ হবে? দেবীপ্রসাদের স্বপ্ন কি সত্য হবে উঠবে না কোন দিন?

গান

(১)

(কোরাস্)

হে মোর দুর্ভাগা দেশ যাদের করেছ অপমান
অপমানে হ'তে হবে তাহাদের সবার সমান।
মানুষের অধিকারে বঞ্চিত করেছ যারে
সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান,
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥
মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
বিধাতার রুদ্র রোষে দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে
ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান॥
শতেক শতাব্দী ধরে নামে শিরে অসম্মান ভার,
মানুষের নারায়ণে তবুও কর না নমস্কার।
তবু নত করি আঁখি দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছ ধূলার তলে হীন পতিতের ভগবান।
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান॥
দেখিতে না পাও তুমি, মৃত্যুদূত দাঁড়ায়েছে দ্বারে,
অভিশাপ আঁকি' দিল তোমার জাতির অহঙ্কারে।
সবারে যদি না ডাক, এখনো সরিয়া থাক,
আপনারে বেঁধে রাখ চৌদিকে জড়ায়ে অভিমান,
মৃত্যুমাঝে হবে তবে চিতাভস্মে সবার সমান॥

—রবীন্দ্রনাথ

(২)

(মালতী)

ফুল বলে ধন্য আমি মাটির পরে
দেবতা ওগো তোমার সেবা আমার ঘরে।
জন্ম নিয়েছি ধূলিতে
দয়া করে দাও ভুলিতে
নাই ধূলি মোর অন্তরে॥
নয়ন তোমার নত কর
দলগুলি কাঁপে থর থর
চরণ পরশ দিও দিও
ধূলির ধনকে কর স্বর্গীয়
ধরার প্রণাম আমি
তোমার তরে॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৩)

(মাধবী)

আমি জ্বালব না মোর বাতায়নে প্রদীপ আনি,
আমি শুনব বসে আঁধার-ভরা গভীর বাণী।
আমার এ দেহ মন মিলায়ে যাক্ নিশীথ রাতে,
আমার লুকিয়ে ফোটা এই হৃদয়ের পুষ্পপাতে
থাকনা ঢাকা মোর বেদনার গন্ধখানি॥
আমার সকল হৃদয় উধাও হবে তারার মাঝে
যেখানে ঐ আঁধার বীণায় আলো বাজে।
আমার সকল দিনের পথ খোঁজা এই হল সারা,
এখন দিক্‌বিদিকের শেষে এসে দিশাহারা
কিসের আশায় বসে আছি অভয় মানি॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৪)

(মালতী)

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে চাও কি?
হায় বুঝি তার খবর পেলে না।
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কি?
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না॥
প্রেমের বাদল নামল তুমি জাননা হায় তাও কি?
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ুর
নাচাও কি॥
আমি সেতারেতে তার বেঁধেছি
আমি সুর লোকের সুর সেধেছি
তারি তানে তানে মনে প্রাণে
মিলিয়ে গলা গাও কি
হায়, আসরেতে বুঝি এলে না
ডাক উঠেছে বারে বারে তুমি সাড়া দাও কি
আজ ঝুলন দিনে দোলন লাগে
তোমার পরাণ হেলে না॥

—রবীন্দ্রনাথ

(৫)

(কোরাস্)

আজি বসন্ত জাগ্রত দ্বারে।
তব অবগুণ্ঠিত কুণ্ঠিত জীবনে
কোরোনা বিড়ম্বিত তারে॥
আজি খুলিও হৃদয় দল খুলিয়ো,
আজি ভুলিয়ো আপন পর ভুলিয়ো,
এই সংগীত মুখরিত গগনে
তব গন্ধ তরঙ্গিয়া তুলিয়ো।
এই বাহির ভুবনে দিশা হারায়ে
দিয়ো ছড়ায়ে মাধুরী ভারে ভারে॥
একি নিবিড় বেদনা বন মাঝে
আজি পল্লবে পল্লবে বাজে
দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া
আজি ব্যাকুল বসুন্ধরা সাজে।
মোর পরাণে দখিনা বায়ু লাগিছে,
কারে দ্বারে দ্বারে কর হানি মাগিছে।
এই সৌরভ বিহ্বল রজনী
কার চরণে ধরণীতলে জাগিছে।
ওগো সুন্দর, বল্লভ, কান্ত
তব গম্ভীর আহ্বান কারে॥

—রবীন্দ্রনাথ

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউথিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও
শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।

দেশের খাদ্য সমস্যার সমাধানে

Senate House
Calcutta, 18th March, 1948

I have got a sample of Lakshmi Ghee and found the quality good. If the firm keeps up the standard, I am sure the product will receive appreciation from its consumers.

Sd/- P. N. Banerjee
Vice Chanceller, Calcutta University.

১লা চৈত্র, ১৩৫৪

.....যে যুগে বাজারে চলন ঘৃত মাত্রেই (যত অধিক মূল্যেরই হউক না কেন) বনস্পতি মিশ্রিত সে যুগে লক্ষ্মী ঘৃতের মত বিশুদ্ধ স্নেহসার যে স্বাস্থ্যান্বেষী ও ভোজন বিলাসী উভয় শ্রেণীকে সমভাবে পরিতৃপ্তি প্রদান করিবে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

(স্বাঃ) **অশোকনাথ শাস্ত্রী**, এম.এ,
কাব্যতীর্থ।

১৫-৩-৪৮

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

(স্বাঃ) **শ্রীসীতা দেবী**

লক্ষ্মী ঘৃত ব্যবহার করিয়া দেখিলাম—বাজার প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় অনেক গুণে ভালো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সহিত একমত হইবেন আশা করা যায়।

(স্বাঃ) **আশাপূর্ণা দেবী**

লক্ষ্মী ঘি

বিশুদ্ধ লক্ষ্মী মার্কা ঘৃত
TRADE MARK
লক্ষ্মী
গাওয়া

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর "লক্ষ্মী ঘি" জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষাকল্পে যে ঐকান্তিক সেবা করিয়া আসিয়াছে, তাহারই নিদর্শন স্বরূপ দেশবরেণ্য সুধীজনের অনেকগুলি প্রশংসা পত্রাবলীর মধ্যে মাত্র কয়েকখানি আজ দেশবাসীর সমীপে উপস্থিত করিয়া ধন্য হইলাম।

●

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী
৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।
ফোনঃ ক্যাল-১৬০৬